৭/৮/2000

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ২ ...

ভোরের কাগজ

ক্যাম্পাসের চাপা উত্তেজনা সংঘাতে রূপ নিতে পা[...]

ছাত্রলীগ ঢা. বি. হলগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টায়, বিতাড়িত ছ[...]

এ কে এম রাশিদুল হাসান : আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। '৯৬-এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সেই সূত্র ধরে এবং ক্যাম্পাসের চলমান ঘটনাপ্রবাহ থেকে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো আশঙ্কা করছে এবারো একই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৩ জুলাই বর্তমান সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসবে। এ সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং অন্যান্য সুবিধা নেওয়ার জন্য প্রধান দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার জোর চেষ্টা চালাবে।

হলগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার দ্বন্দ্বে অতীতের মতো এবারো ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের আশঙ্কায় এখন থেকেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভর করছে ছাত্রছাত্রীদর মধ্যে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সামনে রেখে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ উভয় দলই প্রস্তুত হচ্ছে। ছাত্রলীগ হলগুলোতে বর্তমানের একক আধিপত্য ধরে রাখতে এবং ছাত্রদল পুরোনো আধিপত্য ফিরে পেতে সংগঠিত হচ্ছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, উভয় দলই অবৈধ অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে। গত মাসে মুহসীন হলের পাশে শক্তিশালী টাইম বোমার বিস্ফোরণে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্যাম্পাসে প্রায় রাতেই এখন গুলির আওয়াজ শোনা যায়। ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কৃত একাধিক ... যাওয়া ছাত্রলীগ ক্যাডার রতন তমি ও বাবুল

ছাত্রলীগ ক্যাডারকেও তারা হলগুলো[...] প্রচেষ্টা শুরু করেছে। তত্ত্বাবধায়ক[...] ছাত্রলীগ বর্তমানের মতো বিশ্ববিদ্যাল[...] পুলিশি সহায়তা পাবে না। সেক্ষেত্রে[...] ছাত্রদলের শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচি[...] হলগুলোতে ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রণ হারানোর [...] উত্তরপাড়ার জসীম উদদীন, মুহসীন, সূ[...] ছাত্রলীগ নেতারা এখন রাত ১২টার মধ্যেই[...] করে দেন।

ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল উভয়েই অভ্যন্তর[...] মিটিয়ে ফেলে সাংগঠনিক শক্তি জোরদার ব[...] চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে ক্যাম্প[...]

ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজ[না সং]ঘাতে

● প্রথম পাতার পর

নেতা আওরঙ্গ এবং লিয়াকত। তবে ছাত্রলীগের সুসময়ে শামীম আহমেদ এবং ফাইভ স্টার গ্রুপের ক্যাডারদের মূল্যায়ন না করায় এরা এখন ক্যাম্পাসে আসতে অনাগ্রহী বলে জানা যায়।

হলগুলোতে নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ছাত্রদলের অবস্থা এখন খুবই নাজুক। সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া ছাত্রদল যেকোনো মূল্যে আবার হলগুলো ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ এবং কমিটি গঠন সংক্রান্ত কোন্দল কাটিয়ে উঠে ছাত্রদল তাদের পুরোনো ক্যাডারদের ক্যাম্পাসে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। ছাত্রদল ক্যাডার বাবু, জাকির, টিটু, শফিউল বারী বাবু, শিশির, নাহিদ, জিতু, আসিফ, ইমরান ইতিমধ্যে ক্যাম্পাসে আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল উভয়েই তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলেও এক্ষেত্রে ছাত্রলীগ এগিয়ে আছে। তবে ইদানীং সূর্যসেন এবং শামসুন্নাহার হলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের মিছিলের এখন ভাটা পড়েছে। হলগুলোতে ক্যাডাররাও এখন আর সাধারণ ছাত্রদের ওপর জোর খাটায় না মিছিলে যেতে। '৯৬-এ আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ছাত্রদলের অনেক কর্মী সুবিধা নেওয়ার জন্য ছাত্রলীগে যোগ দিয়ে হলগুলোকে তাদের হাতে তুলে দেয়। ছাত্রলীগের সেসব সুযোগ সন্ধানী নেতা এবার ছাত্রদলে যোগ দিতে পারে এমন গুজব চলছে ক্যাম্পাসে। বিশেষ করে মুহসীন এবং সূর্যসেন হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। এসব হলের ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা ছাত্রদলের প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে গোপনে লিয়াজোঁ রক্ষা করছেন বলে জানা যায়।

অনেকদিন ধরে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতির পদটি ফাঁকা থাকায় এবং কয়েকটি হলের সভাপতিদের নিষ্ক্রিয়তার ফলে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কার্যক্রম বর্তমানে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে।

'৯৬-এর ৩০ মার্চ বিএনপি সরকার পতনের পর ছাত্রলীগ একে একে ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে থাকা হলগুলো দখল করে। জগন্নাথ এবং এসএম হল ছাড়া অন্যসব হলেই সে সময় ছাত্রদলের একক আধিপত্য ছিল। '৯৬-এর ৩০ মার্চের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে এবং পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসলে ছাত্রলীগ ছাত্রদলের দখলে থাকা হলগুলো থেকে তাদের বিতাড়িত করে। সে সময় ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের গুলিবিনিময় এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতো অহরহ।

সব হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রদল এখন সুযোগের অপেক্ষায় আছে হলগুলো ফিরে-পাওয়ার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময়টাকেই তারা টার্গেট করেছে। এ ব্যাপারে ছাত্রদলের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা এ কথা স্বীকার করেছেন। তাদের ভাষ্য আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। হল দখলে না থাকায় সংগঠনের কাজকর্ম স্তিমিত হয়ে পড়েছে। অস্তিত্বের প্রয়োজনেই আমরা যেকোনো অ্যাকশনে যেতে প্রস্তুত। হলগুলো আমাদের চাই। ছাত্রদলের সভাপতি নাসিরউদ্দিন পিন্টু জানান, 'কোনো হলেই আমার কর্মীরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে না, সংগঠনের কাজকর্ম চালাতে দেওয়া হচ্ছে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসলে ছাত্রদলের বিতাড়িত কর্মীরা নিজ নিজ হলে উঠবে এবং সংগঠনের কাজকর্ম করবে। এতে কেউ বাধা দিলে তার পাল্টা জবাব দেবে ছাত্রদল।'

সব মিলিয়ে উভয় ছাত্র সংগঠনই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সামনে রেখে ক্যাম্পাসে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি কেমন হবে এ প্রশ্নের উত্তরে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বলেন, ছাত্রদলের ভয়ে ছাত্রলীগ মোটেই শঙ্কিত নয়। অছাত্র, মাস্তানরা মেধাবী ছাত্রদের হল দখল করবে, এটা কখনো হতে দেওয়া যাবে না। এসব ভাবার সময় আমাদের নেই। তবে কেউই ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইলে, ক্যাম্পাসে রক্তপাত ঘটাতে উস্কানি দিলে আমরা তার দাঁতভাঙা জবাব দেবো।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'কেয়ারটেকার সরকার মানে দেশে কোনো সরকার থাকবে না তা নয়। দেশে অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা থাকবে। প্রশাসন থাকবে। এ সময় ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ঘটানোর চেষ্টা চালালে তা শক্ত হাতে প্রতিহত করা হবে।'

দামপাড়ায় এলিগ্যান্ট টেইলার্সের কার[...] থেকে একটি দেশী দোনলা বন্দুক উ[...] করেছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে [...] যায়, অজ্ঞাত যুবক কারখানায় ঢুকে ব্যা[...] অস্ত্রটি কারখানার পরিত্যক্ত জুট কাপ[...] ভিতর রেখে চলে যায়।

ঠাকুরগাঁও ও বেনাপো[...]

● প্রথম পাতার পর

জানান, গতকাল রোববার বেন[...] সীমান্তে দুদেশের মধ্যে আড়াই ঘণ্ট[...] পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। [...] উভয়দেশের প্রতিনিধিরা বর্তমান[...] পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা[...] বাংলাদেশের পক্ষে বিডি[...] লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুস [...] ভারতীয় বিএসএফ-এর [...] কমান্ড্যান্টের অধিনায়ক আর[...] নেতৃত্ব দেন। বৈঠকে যে কোনো[...] আলাপ আলোচনার মাধ্যমে [...]